G20'র অথবিনির্মান

বাবুদের বচনের বিবৃতি

সেন্টার ফর ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টেবিলিটি
দ্বারা প্রকাশিত একটি পুস্তিকা

সহযোগিতায় :
রোজা লুকসেমবার্গ স্টিফটুং

আগস্ট 2023

ভূমিকা

ভারত 2023 সালে G20 সভাপতিত্ব গ্রহণ করে, এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে, বিদ্যমান G20 ট্রয়কার ইন্দোনেশিয়া আর ব্রাজিলের পাশাপাশি। এই সন্ধিক্ষণটি আসে যখন মহামারী পরিবর্তী বৈশ্বিক ল্যান্ডস্কেপ নানা সমস্ত সমস্যার সাথে লড়াই করছে - যুদ্ধ, ক্রবর্ধমান বৈশ্বিক ঋণ, মন্দার আসন্ন বর্ণাঢ্য, বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যকে ঘিরে পরিবেশগত সংকট, আর নানা দেশ জুড়ে গণতান্ত্রিক স্থানের অবক্ষয়।

G20 কার্যবিবরণী একটি আপর্তবৈপরীতার মধ্যেই উন্মোচিত হয় এবং নিজেকে গনতন্ত্রের জনক হিসেবে তুলে ধরে যখন কয়েক হাজার লোককে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয় এই ইভেন্টের প্রস্তুতিতে শহর সৌন্দর্যয়নের জন্য। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি G20-এর একটি পরিদর্শন প্রদান করার চেষ্টা করে এবং জনগণের মধ্যে সম্মিলিত সংহতির প্রয়োজনীয়তাকে জোর দেয়। পরিবর্তে, এই সম্মিলিত সংহতি এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাদিহি করার জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং তাদের কার্যকরভাবে শক্তিশালী সমসাময়িক উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

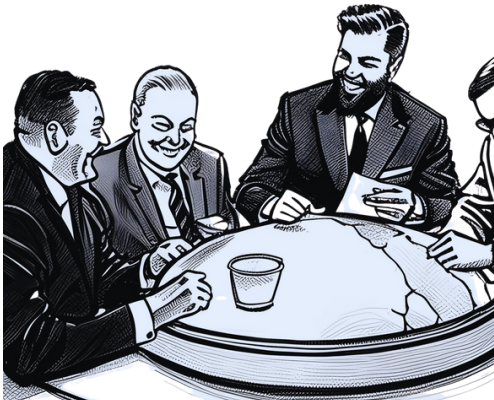

G20 কি?

G20 হল একটি আন্তঃসরকারী ফোরাম যা নিজেকে "আন্তর্জাতিক অর্থনৈক সহযোগিতার জন্য একটি প্রধান ফোরাম" বলে। এশিয়ান আর্থিক সংকটের পরে 1999 সালে গঠিত, G20 সদস্যদের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্ণরদের, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে। 2008 সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের পর, G20 রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের একটা ফোরামে উন্নীত হয়। জাতিসংঘের বিপরীতে, G20 একটি অনানুষ্ঠানিক, অতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ফোরাম। তবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে এটি একটি প্রভাশালী দল। G20 সদস্যরা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জিডিপির 85%, বিশ্ব বাণিজ্যের 75% এর বেশি এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনধিত্ব করে। এটি প্রধান সিদ্ধান্ত নেয় যা বিশ্বব্যাপী আর্থিক স্থাপত্য, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবিকাকে প্রভাবিত করে।

কে G20 গঠন করে?

G20 এর সদস্য দেশগুলো হলো: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য (ইউকে), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ, IMF, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আর্থিক স্থিতিশীলতা বোর্ড এবং OECD সহ আঞ্চলিক সংস্থা AU, AUDA-NEPAD এবং ASEAN। G20 প্রেসিডেন্সি হিসেবে ভারত ISA, CDRI এবং ADB কে অতিথি IO হিসেবে আমন্ত্রণ জানাবে।

Source: Boell.de

G20 কিভাবে কাজ করে?

একটি স্থায়ী সচিবালয়ের অনুপস্থিতিতে, G20 সদস্য দেশগুলির একটিতে আবর্তনমূলক প্রেসিডেন্সির মাধ্যমে বার্ষিক বৈঠক করে। আলোচনা দুটি ট্র্যাকে সঞ্চালিত হয়: ফিনান্স ট্র্যাক এবং শেরপা ট্র্যাক। আগেরটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং পরেরটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, জলবায়ু, ডিজিটাল অর্থনীতির মতো বিষয়গুলিকে কভার করে। G20 ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য অনেকগুলি এনগেজমেন্ট গ্রুপ (যেমন CSO, NGO এবং থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক গুলো) এবং UN, IMF, World Bank, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

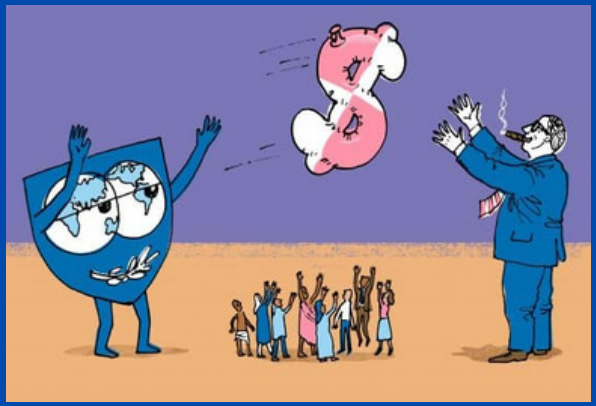

G20 এর রাজনীতি

প্রথমত, G20 কে একটি অভিজাত ক্লাব হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা ধনী G7 দেশ এবং রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল এবং ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতির রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত। উন্নয়নশীল বিশ্বের নির্বাচিত দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য G7-এর সম্প্রসারণ হিসাবে কল্পনা করা, G20 উন্নত দেশগুলির নিওলিবারেল নীতি এজেন্ডাকে বৈধতা প্রদান করে। সংক্ষেপে, G20 IMF, আর্থিক স্থিতিশীলতা বোর্ড এবং বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে পুঁজিবাদের প্রচার করে।

দ্বিতীয়ত, G20 প্রতিনিধিত্বহীন। G20-এর সদস্যপদ বর্জনীয় প্রকৃতির যা স্পষ্ট হয় ফোরাম থেকে ইরান, মিশর, নাইজেরিয়া এবং ভেনিজুয়েলার মতো দেশগুলিকে দূরে রাখা থেকে।

তৃতীয়ত, G20 তার ম্যান্ডেট প্রসারিত করেছে আর্থিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে রাজনৈতিক শাসনের আন্তর্জাতিক এজেন্ডাকে প্রভাবিত করার জন্য সমস্যাগুলি-কে (যেমন আন্তর্জাতিক অভিবাসন, সন্ত্রাসবাদ, এবং যুদ্ধ) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে।

অবশেষে, G20-এর সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলক নয় কারণ এটি একটি স্ব-নিযুক্ত গ্রুপ। বছরের পর বছর ধরে, ফোরামের কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

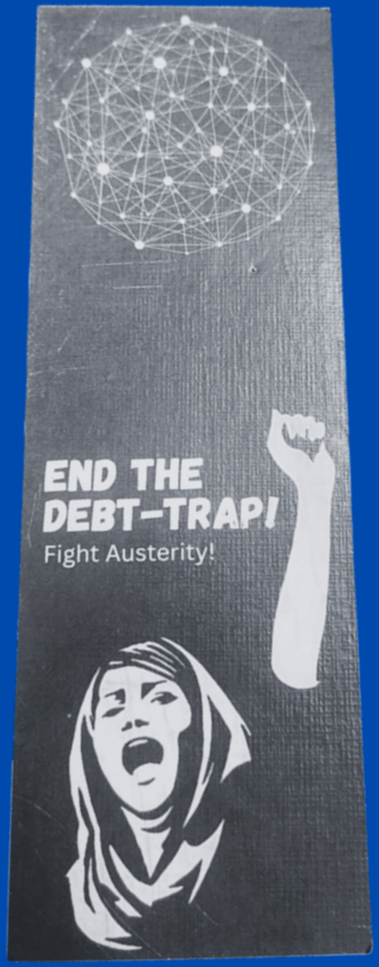

G20 এর প্রভাব

G20 এর নীতিগত সুপারিশের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় সংসদ 2017 সালে আর্থিক সমাধান এবং আমানত বীমা (এফআরডিআই) বিল উত্থাপন করেছিল। এটি জি 20 এর নীতির একটি প্রত্যক্ষ পরিণতি ছিল কারণ এই বিলটিতে একটি আর্থিক স্থিতিশীলতা বোর্ডের রিপোর্ট 'আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর রেজোলিউশন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য (2014) (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions' (2014) প্রতিবেদনের সুপারিশগুলিকে অকল্পনীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিলটির লক্ষ্য ছিল আরবিআই-এর নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা হ্রাস করা একটি রেজোলিউশন কাউন্সিল গঠন করে যেটার দ্বারা পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিক্রি, একত্রীকরণ এবং লিকুইডেট করে এবং সাধারণ আমানতকারীদের বঞ্চিত করতে এবং তাদের কর্পোরেট খেলাপি থেকে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি "বেইল-ইন" বিধানের ধারণা চালু করা হয়েছিল। যেহেতু বিলটি ভারতীয় অর্থনীতির বিশেষত্বকে উপেক্ষা করেছিল, তাই তীব্র প্রতিবাদের পর এটি প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

অন্যান্য খাতের (যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, শিক্ষা, ইত্যাদি) জন্য অনুরূপ G20 নীতি বেসরকারী অর্থায়ন বৃদ্ধির জন্য চাপ তৈরি করে অসম উন্নয়ন বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, ঋণ সঙ্কট, জলবায়ু সংকটের আর্থিকীকরণ এবং বৈশ্বিক শক্তি ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে।

ভারত এবং G20

বর্তমান সভাপতি হিসাবে, ভারত 2023 সালের সেপ্টেম্বরে 18 তম G20 নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে চলেছে। ভারতের G20 সভাপতিত্বের থিম এবং নীতিবাক্য হল 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এবং 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত' যথাক্রমে। আয়োজক হিসাবে, ভারতের এজেন্ডা এবং ফোকাস হল: গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা, জলবায়ু অর্থায়নকে মোকাবেলা করা, প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, SDG অর্জন করা, ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোর প্রচার, MDB সংস্কার করা এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। একটি সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে, চেয়ার হিসাবে ভারতের ভূমিকা চ্যালেঞ্জিং।

যাইহোক, একটি স্ব-অভিনন্দনমূলক বাক্যাংশ ব্যবহার করে, 'গণতন্ত্রের জননী', ভারত এই অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর দেখাতে কোন কসরত রাখে নি। শহুরে দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগণকে দেশের অনেক অংশে তাদের বাড়িঘর থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন ও সৌন্দর্যায়নের জন্য কোটি কোটি ডলারের সরকারি অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে।
আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের পিছনে, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, ঋণ দুর্বলতা, জলবায়ু সংকটের প্রভাব, সরকারী পরিষেবার বেসরকারীকরণ, গণতান্ত্রিক স্থান সংকুচিত হওয়া, শ্রম অধিকার হ্রাস এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো জনগণের চাপের উদ্বেগগুলি বহুলাংশে গ্রহণ করেছে।

We20: A Peoples' Summit on G20

ভারত যখন G20 নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন অনেক তৃণ-মূল গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকরা গ্লোবাল সাউথের সাধারণ মানুষের দাবির কথা বলার জন্য একত্রিত হচ্ছে। এই সম্মেলন - We20: A People's Summit on G20,18-20 আগস্ট 2023-এর মধ্যে নয়াদিল্লির HKS Surjeet Bhavan -এ আয়োজিত হবে জনগণের উদ্বেগ প্রকাশ করতে জলবায়ু পরিবর্তন, অসমতা, কৃষি সংকট, পাবলিক ব্যাঙ্কিং, ডিজিটাল নজরদারি এবং ধর্মীয়-জাতিগত বৈরিতা সহ জটিল সমস্যাগুলির উপর।

আমাদের অবশ্যই ন্যায় ও সাম্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। একসাথে, আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে এবং তাদের দাবিগুলি প্রাপ্য মনোযোগ পাচ্ছে। আসুন আমরা একটি বিশ্ব সম্প্রদায় হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হই এবং সকলের জন্য একটি ভাল ভবিষ্যতের পক্ষে দাড়াই।

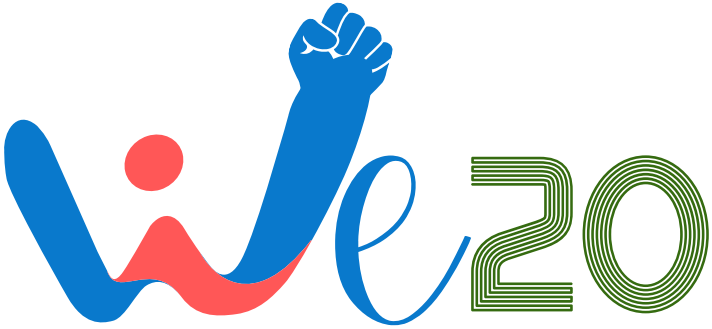

বিবিধ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনে বহু গনআন্দোলন কর্মী, শ্রমিক সংগঠন,
সুশীল সমাজ ও সচেতন জনমানুষের একটি জমায়েতে প্রতক্ষদর্শী হন।

১৮-১৯-২০ আগস্ট , ২০২৩

আরও জানুন: www.cenfa.org/g20

Debt crisis

Privatisation

Shrinking democratic spaces

Wealth Inequality

Recession

Climate crisis

Agrarian Crisis

Farmer Suicides

CFA
Centre for Financial Accountability

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
SOUTH ASIA